LIFE OF RASHA SAGUR

AND SOME OF

HIS EX-TEMPORE POEMS

COLLECTED BY

SYAMADHUBA ROY

কবি রসসাগরের

জীবন চরিত

এবং

তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদপূরণ।

শ্রীশ্যামাধব রায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৮নং ডিক্সন্স লেনস্থ নিউস্কুলবুক প্রেসে,

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

ভূমিকা।

—•::•—

আমি অতীব যত্ন সহকারে মহাকবি রসসাগরের জীবন-চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদপূরণ সংগ্রহ করিয়া প্রথমে "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছিলাম, এবং জীবন-চরিত ও গুটিকতক পাদপূরণও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে বন্ধুবর্গের অনুরোধে তৎসমুদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে পাঠকগণ অবকাশমতে পাঠ করিয়া আনন্দানুভব করিলে শ্রম সফল বোধ করিব। রসসাগরের নাম, ধাম, জীবন-চরিতাদি চিরস্মরণীয় রাখা ভিন্ন এ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রত্যেক কবিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি, যে কএকটি সংগ্রহ হইল তাহা নিয়মিত স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য না করিলে ইহা কখনই প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। সন ১২৭৮ সাল।

শ্রীশ্যামাধব রায়।

অবতরণিকা ।

কৃষ্ণকান্ত রসসাগর একজন কবি। তিনি সর্ব্বতো-ভাবে কবি নামের উপযুক্ত না হইলেও আমরা তাঁহাকে কবি বলিয়া অভিবাদন করি। এমন কি তাঁহার কবিতামালা কোন কোন অংশে অতুলনীয় বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। কেন না তাঁহার মত পাদপূরণকর্ত্তা বা উপস্থিতবক্তা কবি বঙ্গদেশে অপর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। তাঁহার পাদপূরণে প্রত্যুৎপন্নমতি-ত্বের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার উপস্থিত কবিতাপ্রণয়নে বিষয়গ্রাহিতার সহিত বুদ্ধিমত্তার প্রগাঢ় সমাবেশ দৃষ্ট হইতেছে। উপ-স্থিতবক্তা কবি যে বঙ্গদেশে একেবারে নাই তাহা আমরা বলি না। কারণ পল্লিগ্রামের কবিওয়ালা-দিগের মধ্যেও দুই একজন উপস্থিত কবি পরিদৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও একথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিব যে রসসাগর সে শ্রেণীস্থ কবি ছিলেন না। যেহেতু রসসাগর যেমন প্রত্যুৎপন্নমতি, যেমন

বিষয়গ্রাহী, যেমন তীক্ষ্ণধী, সেইরূপ তিনি একজন তত্ত্বদর্শী। বিশেষতঃ তত্ত্বদর্শিতার সহিত রসিকতার সমাবেশ করিতে তাহার তুল্য দ্বিতীয় কবি বঙ্গে যথার্থই দুর্লভ। সেই জন্য তাঁহার কবিতামালা একদিকে যেমন হাস্যরসের অবতারণা করে, অপরদিকে মানুষের মনকে সেইরূপ ভাবগম্ভীর করিয়া তুলে। যাহা হউক আমরা যখন কবিকেই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, তখন কবির পরিচয় সম্পর্কে আর অধিক কিছু বলা সঙ্গত নহে। পাঠকগণ এখন আপনারাই কবি ও তাঁহার কাব্যকে বুঝিয়া লউন।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত করি। এই ছাব্বিশ বৎসরের ভিতর নিশ্চয়ই বঙ্গসাহিত্যের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালার গতি কতকটা উন্নতির অভিমুখে ফিরিয়াছে। সুতরাং ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে রসসাগর যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আর সে ভাবে গৃহীত হইবেন না। যদি এ কথা

সত্য হয় যে মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে, প্রাচীনতার প্রতি বাঙ্গালির সমাদর বাড়িয়াছে, এবং যদি এ কথা সত্য হয় যে বাঙ্গালার কবি ও কাব্যসমূহের সম্মানরক্ষণে বঙ্গের বর পুত্রেরা সাতিশয় সযত্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে আমাদিগের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি মহাশয় যে আজ অধিকতর আস্থা ও আগ্রহের সহিত বঙ্গসমাজে পরিগৃহীত হইবেন তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে এই আশায় উত্তেজিত হইয়াই আমি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করিলাম।

কলিকাতা
৮৫নং অপর সরকুলার
রোড সন ১৩০৫। } শ্রীশ্যামাধব শর্ম্মণঃ।

৺কবি রসসাগরের

জীবন চরিত।

আনুমানিক প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল কৃষ্ণনগরে নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মৃত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি নামক এক জন বারেন্দ্র শ্রেণীয় কুলীন-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি জেলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের সান্নিধ্য বাঁড়িবাকা গ্রামে বাঙ্গালা ১১৭৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাদুড়ি মহাশয় কৃষ্ণনগরে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই তথায় বাস। তিনি অতিশয় সুচতুর, সুরসিক, ও উপস্থিতবক্তা ছিলেন, এবং তজ্জন্যই মহারাজের নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত "রসসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কবিতা

রচনা বিষয়ে ইহাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। যে ব্যক্তি যে সময়ে যে কোন প্রস্তাব করিতেন ইনি তৎক্ষণাৎ কবিতা দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। দ্রুত রচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার রচনায় ছন্দঃ-পতন ভিন্ন অন্য কোন দোষ লক্ষিত হয় না, বরং উত্তম শব্দ বিন্যাস, সুললিত ছন্দ, ও মধুর স্বাভাবিক শব্দযোগ দৃষ্ট হয়। রসসাগর মহাশয়কে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি এত শীঘ্র তাহার উত্তর দিতেন যে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন সমাপ্ত না হইতেই তিনি উত্তর আরম্ভ করিতেন।

তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পারস্য ও উর্দ্দুতে ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং হিন্দি ও সংস্কৃততে পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এই রচনা শক্তিকে অসাধারণ শক্তি বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও ইহার রচনায় ছন্দ মিলের কিছু কিছু দোষ দেখা যায় বটে, তথাচ আশু রচনা ব্যাপারে অশেষ প্রকার প্রশংসা করিতে হইবেক; কারণ এই শক্তি ঈশ্বরদত্ত, ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে ইহা কখনই লব্ধ হইতে পারে না। প্রত্যুত্তর প্রদান সময়ে প্রশ্নকারীরা যে পরিমাণে আনন্দানুভব করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার কবিতা পাঠ করিয়া তদ্রূপ সুখানুভব হইতে পারে না বটে, কিন্তু কাব্যানুরাগী সুরসিক পাঠকগণ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া যে অতিশয়

তুষ্ট হইবেন, এবং উচ্চ নিনাদে কবির যশোকীর্ত্তন করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পাঠকবর্গ অবশ্যই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তি প্রশ্ন করিবামাত্রই কাগজ কলম অবলম্বন না করিয়া বিনা চিন্তায় তখনই তাহা পূরণ করিতেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। এই মহৎ ব্যক্তি যদি কোন সভ্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম ধাম বংশাবলী এবং জীবনচরিত চিরস্মরণীয় থাকিত। ইনি ইংলণ্ড নিবাসী বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা "থিয়োডোর হুকের" সহিত সর্ব্বাংশে সমতুল্য হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তৎকালে আমাদিগের দেশে বিদ্যার তদ্রূপ গৌরব কিম্বা কোন মহৎ লোকের জীবন চরিতাদি লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না বলিয়াই এক্ষণে বহু যত্নেও তাঁহার বংশাবলীর বিবরণ এবং তিনি কোন স্থানে শিক্ষিত হন, ইহার কিছু মাত্র ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইনি বাঙ্গালা ১২৫১ সালে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বিগত জীবন হয়েন। তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা প্রণালীমত লিখিয়া রাখিতেন না এজন্য কৃষ্ণনগর-নিবাসী লোকদিগের যাহা অভ্যস্ত ছিল তাহাই নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল।

একদা শ্রীবন নামক কোন অট্টালিকার উপরে মহারাজা

বাহাদুর চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার নিমিত্ত রসসাগর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দিবস চন্দ্রের সর্ব্বগ্রাস হয় নাই তাহা দেখিয়া মহারাজা রসসাগরকে "খেতে খেতে খেল না" এই প্রশ্ন করায় রসসাগর তৎক্ষণাৎ নিম্ন লিখিত উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—

১ম পূরণ।

খেদে কহে বিরহিনী, মণিহারা যেন ফণী
অভাগীর পক্ষে হিত, কেহত করেলে না।
অবলার ভাগ্যফলে, পশুপতির কোপানলে,
মদনেরে এককালে, দহিয়ে দহিলে না॥
সেতু বন্ধে নানা গিরি, উপাড়িয়া বাঁধে বারি,
হনুমান বলবান, মলয় ভাঙ্গিলে না।
হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে, পূর্ণশশী মুখে পেয়ে
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে, খেতে খেতে খেল না॥

কোন সময় রসসাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক হরকরা ঘাটে আসিয়া মুকুন্দ নামক ঘাটের মাঝিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকায় উক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন হঠাৎ রস-

সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন "মুকুন্দ মুরারে।" রসসাগর তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণানন্তর তদ্দণ্ডে নিম্নলিখিত উত্তর করিয়াছিলেন :—

২য় পূরণ।

পাপের পুলিন্দ বয়ে ভগ্ন হন পারে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নাযেতে নাহিক মাজি ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

কোন সময় রসসাগর মহাশয় বারাণসী তীর্থ দর্শনে গমন করেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের খুড়া দিগ্বিজয় চন্দ্র রায় মহাশয় তৎকালে কাশীবাস করিতেন। রসসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি "ছি! ছি! অমৃতপান করিছেলাম কেনে?" এই প্রশ্ন করেন। রসসাগর মহাশয় অবিলম্বে নিম্নলিখিত উত্তর দেন :—

৩য় পূরণ।

জলে কিম্বা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কানে॥
মোলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে।
দেবগণের অর্দ্ধেক আত্ম-অভিমানে॥

ক্ষিতি মুক্তি বারাণসী মহিমা কে জানে।
অমর মরিতে চাহে আসি কাশীস্থানে॥
মলে হতাম দেবের দেব আনন্দ-কাননে।
ছি। ছি। অমৃত পান করেছিলাম কেনে?

মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার পিতামহ গিরীশচন্দ্র রায়বাহাদুর পৌত্রের জন্মসংবাদে পরমানন্দিত হইয়া রসসাগরকে "মহি দূর কর্ হাম্ নৃত্য করি" এই প্রশ্ন করায় তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দেন :—

৪র্থ পূরণ।

রাজধানী নৃপনন্দন নন্দন চন্দ্রবংশ অবতার হরি।
চৌদ্দ ভুবন জন নাচত গাওত চৌষটযোগিনী তানধরি॥
অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর তরতর শ্রীল গিরীশ পুরি।
এতনক বোলে অহিরাজ কহে মহি দুর কর্ হাম্ নৃত্যকরি।

একদা মহারাজ নিজ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মল্লিকপাড়ার বারইয়ারী-তলায় উপস্থিত হন, তথায় বারইয়ারী প্রতিমার সিংহ গাভীকে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বাটী আসিয়া রসসাগরকে "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর" এই প্রশ্ন করেন, তাহাতে রসসাগর নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন :—

কৃষ্ণের নগর ধাম নগর বাহির।
বারোইয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর॥

প্রশ্ন।

"তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।"

ষষ্ঠ পূরণ।

করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর।
পিক আদি তোর নামে, ফরিদি বিস্তর॥
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে।
তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে॥

একজন ডেপুটি কালেক্টর উক্ত রসসাগরকে এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিম্ন লিখিত উত্তর দেন যথা:—

"ওরে আমার তুমি।"

৭পূরণ।

কোম্পানির কৃপাবলে পদ পাইয়াছ।
অন্যায় আইন জারি করে বসিয়াছ॥
বাজেয়াপ্ত করে নিলে ব্রহ্মোত্তর ভূমি।
ডিপুটি কালেক্টর ওরে আমার তুমি॥

প্রশ্ন।

"যাও যাও যাও হে।"

৮ম পূরণ,

পরশিযে রাঙ্গাপায়, কি বলে ছিলে উমায,
স্নেহে লোমাঞ্চিত কায়, ভূমিতে লোটায় হে
মেনকার হতভাগ্যে ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে,
পাষাণের নাহি সঙ্গে, তাই কি জানাও হে
মনস্তাপ খণ্ডি চণ্ডি, মণ্ডপে বসিয়ে চণ্ডী,
চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডী, হত নাচ গাও হে।
সম্বৎসর গেল বয়ে, উমা আছে পথ চেয়ে,
আন মাহেশ্বরী মেয়ে, যাও যাও যাও হে॥

প্রশ্ন।

"হরিবোল হরি।"

৯ম পূরণ।

নবীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলে হেলে,
মুনিগণ যজ্ঞস্থলে, রাক্ষসী সংহারি।
পরশি চরণ রেণু, পাষাণী মানবী তনু,
নাবিকেরে দিলা পুনু, স্বর্ণময়ী তরি॥
জনক রাজার পণ, ভগ্ন শম্ভু-শরাসন,
রাম সীতা সুমিলন, মিথিলা নগরী।

ত্যেজে রাজ্য আধিপত্য, সঙ্গিসহ আনুগত্য,
পালিতে পিতার সত্য, হোলে বনচারী ॥
সেতুবন্ধ জলনিধি, সবংশে রাবণ বধি,
বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কাপুরী।
জানকী হেন কি পাপি, জ্বলন্ত অনলে ক্ষেপি,
কোমলাঙ্গ পুনরপি, নিলা দগ্ধ করি ॥
গর্ভবতী সতী সীতা, নাহি যাঁর মাতা পিতা,
বনে দিলা হেন সীতা, কি ধর্ম্ম বিচারি।
এ রসসাগরে উক্তি, এরেতো পাইলা যুক্তি,
যদি বল হবে মুক্তি, হরিবোল হরি ॥

১০ম পূরণ।

ধন ধান্য জাতি প্রাণ, প্রায় রসাতল জান,
দেব দ্বিজ অপমান, অবিচার পুরী।।
সার্ব্বভৌম নৃপ যিনি, মহা ম্লেচ্ছ কোম্পানি,
কলিকাতা রাজধানী, কলি অবতারি ॥
দেশে ভাগ্য নাহি আর, রাজা প্রজা হাহাকার
কহিতে শকতি কার, প্রাণে যদি মরি।
এ রসসাগরে স্থূল, সাজাইয়া ভূমণ্ডল,
শেষে দিলা দাবানল, হরিবোল হরি ॥

প্রশ্ন।

"গজের উপরে গজ তদুপরি অশ্ব।"

১১শ পূরণ।

হু হু হু হুহুঙ্কার, পদাঘাতে দেহ কার,
হয় বুঝি ছারখার, রসাতল বিশ্ব।
হি হি হি অট্টহাসি, অষ্ট দিগে অষ্ট দাসী,
বিশেষ হৃদয়ে বসি, না করিল দৃশ্য॥
কিং কিং কিং কিমাভাসে অনায়াসে দৈত্য নাশে,
শোণিতসাগরে ভাসে, শিবের সম্পস্য।
হা হা হা হাহাকার, গ্রাস করে চমৎকার,
গজের উপরে গজ, তদুপরি অশ্ব॥

প্রশ্ন।

"কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক।"

১২শ পূরণ।

লম্পট কপট রোগ, অবলার কর্ম্মভোগ,
নন্দালয়ে কীর্ত্তিযোগ, গোকুল আতঙ্ক।
কেঁদে কন যশোমতী, জটিলা কুটিলা সতী,
আন জল শীঘ্রগতি, উভয়ে নিশঙ্ক॥
মায়ে ঝিয়ে একি লাজ, পড়িল কলঙ্ক-বাজ,
ক্ষিতিতলে বৈদ্যরাজ, পাতিলেন অঙ্ক।

ব্রজে মাত্র সতী রাই, হরেরাম ঘরে যাই,
কলঙ্ক ঘুচাতে এসে, হইল কলঙ্ক॥

প্রশ্ন।

"বাহবা বাহবা বাহবা জী।"

১৩শ পূরণ।

রাধা কলঙ্কিণী ব্রজপুরে ধ্বনি,
জানি বৈদ্যনাথ কহিল কি।
আজ্ঞা শিরে ধরি, পূরিলা শ্রীহরি,
ভানুর ঝি তায় ভানুর ঝি॥
তব কৃপা হরি, এ কুম্ভ ঝাঝরি,
পূরিয়া সে বারি আনিয়াছি।
বদন তুলিয়া চাও হে কালিয়া,
বাহবা বাহবা বাহবা জী॥

প্রশ্ন।

"গগনমণ্ডলে শিরে ডাকে হোয়া হোয়া।"

১৪শ পূরণ।

শক্তিশেলে ম্রিয়মান, লক্ষ্মণের হতজ্ঞান,
রাম আজ্ঞে হনুমান, গন্ধমাদনে যায়।

ঔষধ সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধরি,
নন্দীগ্রামে বিভাবরী, গত নিশি পোহায়॥
জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম চরিত গায়,
হৃদয় ভাসিয়া যায় নেত্র জলে ধোয়া।
শত্রুঘ্ন দেখ ভেবে, বিধির আশ্চর্য্য কিবে,
গগন মণ্ডলে শিবে, ডাকে হোয়া হোয়া॥

প্রশ্ন।

"হায় হায় হায রে।"

১৫শ পূরণ।

দৈত্যবনে দৈবদশা, দুর্জ্জয় মুনি দুর্ব্বাসা,
দুর্যোধনে পূর্ণ আশা, করিবারে যায় রে।
দ্রৌপদীর দেখি ক্লেশ, ব্যস্ত হয়ে হৃষিকেশ,
স্বহস্তে বাঁধিয়া কেশ, আপনি জাগায় রে॥
উঠ উঠ প্রিয়সখী, পাকস্থলী দেখ দেখি,
মেলিতে না পারি আঁখি, বিষম ক্ষুধায় রে।
পাকস্থলী করে ধরি, ভাসিল নয়ন বারি,
দাসের উপরে হরি, ঘটাইল দায় রে॥
নিজ পদ্ম করাঙ্গুলি, তপাসিয়া পাকস্থলী,
তৃপ্তোস্মি জগৎ বলি, ভুঞ্জে শ্যামরায় রে।

অখিল ভুবন তৃপ্ত, উদপাবে বিস্ময় প্রাপ্ত,
ঋষিগণ ভয়ে ব্যস্ত, পলাইয়ে যায় রে।
গদাহস্ত ভীমরায়, বাহুড়িয়া পুনবায়,
পঞ্চভেয়ে গুণ গায়, ধরি রাঙ্গা পায় রে।
যে ছিল মনেব বক্রী, এ রাঙ্গা চরণে বিক্রী,
কত চক্র জান চক্রী, হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্ন।

"দণ্ড ভযে দণ্ডধর দণ্ডবৎ কবে।"

১৬শ পূবণ

মৃত্যুকালে পাতকী, পড়িয়া থাবি থায়।
সন্নিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্ম্মরায়॥
আকার ইঙ্গিতে ভাষে হেন লয় চিত্তে।
শি-কাব বি কার কিম্বা র-কাবেব দিত্তে॥
যদি ব্যক্তি, করে উক্তি, কার শক্তি ধরে।
দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ কবে॥

প্রশ্ন।

"নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে।"

১৭শ পূবণ।

জয়দ্রত বধেব প্রতিজ্ঞা পলো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে॥

অকালেতে কাল নিশি উভয়ে নাজানে।
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥

১৮শ পূরণ।

সার্থক শিবের সিদ্ধি কহে সিদ্ধগণে।
একি রূপ অপরূপ তারক ভুবনে॥
ছয় ঋতু চন্দ্র সূর্য্য একই উদ্যানে।
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥

প্রশ্ন।

"বন্ধ্যা নারীর অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখতে পায়"

১৯শ পূরণ।

যামিনী কামিনী বন্ধ্যা [illegible] ছায়।
উপজিল তম-পুত্র অন্ধকার প্রায়॥
ক্রমে ক্রমে উগবায় ক্রমে ক্ষয় পায়।
বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়॥

প্রশ্ন।

"সেইতো যেতে হোলো।"

২০শ পূরণ।

চন্দ্রাবলী সহ কেলি যদি বাঞ্ছা ছিল।
সঙ্কেত করিতে তোমায় কেবা নিষেধিল॥
সুখের যামিনী জানি দুঃখে পোহাইল।
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে সেইতো' যেতে হোলো॥

প্রশ্ন।

"যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে।"

২১শ পূরণ।

পুত্রবতী সতী সীতা যান সরোবরে।
ঋষি আসি প্রবেশিল আশ্রম কুটীরে॥
কুশময় কুমার স্থাপিত শূন্য ঘরে।
জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে॥
একে কৈল যগল বাল্মীকি মুনিবরে।
যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে॥

প্রশ্ন।

"শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী।"

২২শ পূরণ।

শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলা রণভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥

প্রশ্ন।

'হায় হায় হায় রে।

২৩শ পূরণ।

অক্রূর আসিয়া রথে, লয়ে যায় ব্রজনাথে,
বলরাম তার সাথে, মধুপুরে যায় রে।

কাঁন্দি গোপীগণ যত, প্রেমধারা অবিরত,
যমুনা তরঙ্গ মত, দুনয়নে বায় রে॥
শুনি রাণী যশোমতী, কান্দিয়া লোটায় ক্ষিতি,
বলেন রোহিণী সতী, এ কি হল দায় রে।
দুপুরে ডাকাতি করি, প্রাণধন প্রাণহরি,
কে মোর নিল রে হরি, হায় হায় হায় রে॥

২৪শ পূরণ।

ব্রজ-কুল-বধূ বলে, কামনা করিয়া ছলে,
পেয়েছিনু তপোবলে, মনোময় তায় রে।
এবে মোর মন হরি, শ্রীনন্দ-নন্দন হরি,
যান বুঝি মধুপুরী, বধি অবলায় রে॥
মুখে, কুলে, দিয়া কালী, না ভজিতে বনমালী,
বসের কলঙ্ক ডালি, তুলিনু মাথায় রে।
আরে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদ সাধি,
দিয়ে নিলি হেন নিধি, হায় হায় হায় রে॥

২৫শ পূরণ।

রাজ্য ত্যেজি রঘুপতি, পঞ্চবটি উপস্থিতি,
অগ্রজ বনেতে দেখি, মৃগ পিছে ধায় রে।
ভেকধারী নিশাচর, সীতারে ধরিয়া কর,
অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোরা পথে যায় রে॥

জটায়ু শুনিয়া নাট, মারে বীর পাকসাট,
রথসহ রাবণেরে, গিলিবারে যায় রে।
বজ্রবাণে কাটে পাখ, পলাইয়া মারে ডাক,
এ সময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে॥

২৬ পূরণ।

রাহু আসি ঘেরে শশী, চকোর খায় সুধারাশি,
বিপ্র, ঋষি উপবাসী, ধিক্ বিধাতায় রে।
রসিক সুজন জন, মান নাহি কদাচন,
অপাত্রে উত্তম দান, ইচ্ছা করি করে রে॥
হতচ্ছেড়ে যত মূঢ়, বেড়ায় যেন পড়াসুড়,
মিছ্রি ফেলে কোতরা গুড়, গাদ মাত্র খায় রে।
আশার সুসার নয়, দশার বিগুণ হয়,
ঘোঁড়ার পা খালে পড়ে, হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্ন।

"পায় পায় পায় না।

২৭শ পূরণ।

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎস্বামা,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায় না।
পূর্ব্বে দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গমর্ত্ত দিয়ে আরো, পরিতোষ হয় না॥

ফুরাইল এ সম্পদ, আছে আর এক পদ,
এক্ষণে পরম পদ, কলঙ্ক ত যায় না।
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বৃন্দাবলী দেখ নিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না॥

প্রশ্ন।

"পায় পায় পায়।"

২৮শ পূরণ।

কাঁদি কন বৃন্দাবলী, বলীরাজ শুন বলি
আসিয়াছে বনমালী, ছলিতে তোমায়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, সুজন সভায়॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিল চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহে মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইব বামনের, পায় পায় পায়।

প্রশ্ন।

"আর না আর না।"

২৯শ পূরণ।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শ্রীরাম ধানকী।
রুক্মিণীরে আজ্ঞা দিলেন হইতে জানকী॥

যে দয়া করেছ নাথ মনে বড় ঘেন্না।
অভাগীরে সীতে হতে আর না আর না॥

পতিত হবার লাগি পরের বাটী ধন্না।
পতিত হইয়া কর বৃথা ঘরকন্না॥
আপন বাটী একাদশী পরের বাটী পান্না।
কলাবে ব্রাহ্মণের জন্ম আর না আর না॥

প্রশ্ন।

"টুক্ টুক্ টুক্

৩০শ পূরণ।

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদভরে টলমল রসাতল ক্ষিতি॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হর, পেতে দিলেন বুক।
হর হৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্।

৩১শ পূরণ।

কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধকালে সুর অরি পেতে দিল বুক্।
অসুরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্॥

৩২শ পূরণ।

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণপদে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে তার অন্য নাহি হৃদে॥

নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কৌতুক্।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

৩৩শ পূরণ।

পথমধ্যে দাড়াইয়ে পরম সুন্দরী।
ভুবন মোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুক্।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্॥

প্রশ্ন।

"সেই সীতে অসিতে।"

৩৪শ পূরণ।

(শতস্কন্ধ বধের ইতিহাসে নির্ভর করিয়া পূরণ।)
কহেন রাম, হে রাম! কি হারাইলাম সীতে।
কেন বা চাহিলে সীতে সংগ্রামে আসিতে।
দাণ্ডাইলেন হনুমান হাসিতে হাসিতে॥
জান কি জানকীনাথ জনক-জনিতে?
অচৈতন্য না থাকিতে তবেত দেখিতে।
শতস্কন্ধ বধি, রাম, করাস্ত্র অসিতে।
সমর-সাগরে নাচে সেই সীতে অসিতে॥

রাজ সরকার হইতে রসসাগর মহাশয় ত্রিশ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। একদা তিনি রাম-

মোহন মজুমদার নামক কোন কর্ম্মচারীর নিকট বেতন চাহিতে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "আর মেনে পারিনে।" রসসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন :—

প্রশ্ন।

"আর মেনে পারিনে।"

৩৫শ পূরণ।

দাঁড়ি ফেলে শ্রীফেঁদে, শুধু হাঁড়িতে পাতবেঁধে,
বেখেছি বচনে ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করিনে।
সবে বলে মজুমদার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার,
তিরস্কার, পুরস্কার, তৃণবোধ করি নে॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মিলে রজত খণ্ড,
কোনরূপে কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়ে পণ্ড করিনে।
কোম্পানী কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য উদয়,
পুলোডিনের* পূর্ণোদয়, বাঁচিওনা মরিওনে॥
সকলি দুঃখেরি পাড়া, এ রসসাগরে চড়া,
শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া, কার ধার ধারিনে।
তিন দিগে তিন তেতম্বা, কিহবে অপ্রবম্বা
কূল দেও মা জগদম্বা, আর মেনে পারিনে॥

---

* প্লাউডিন সাহেব তৎকালে কৃষ্ণনগরের কালেক্টর ছিলেন এবং কৃষ্ণনগরের যাবতীয় ব্রহ্মোত্তর কোম্পানীভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন।

"দেই কি না দেই।"

৩৬শ পূরণ।

রামকে আনিতে গেল বিশ্বামিত্র মুনি।
শুনি দশরথ রাজা লোটায় ধরণী॥
না দিলে সাঁপয়ে মুনি এখন করি কি।
দিতে হয় দেয়া নয়, দেই কি না দেই॥

৩৭শ পূরণ।

শ্রীরাম হবেন রাজা সীতা হবেন রাণী।
বনেতে যাইবেন রাম স্বপনে না জানি॥
রামসীতে বনে দিয়ে প্রাণে কিসে রোই।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥

৩৮শ পূরণ।

যখন হিমন্ত কন্যা করেছিল দান।
ডাক দিয়া আনিলেন যত আয়োগণ
জয়া বিজয়া আর চন্দ্রমুখী হীরে।
সকলেতে আইলেন আয়ো করিবারে
চরণে আল্‌তা দিতে নাপিতের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই

৩৯শ পূরণ।

ভীম বলে কিচকেবে শাস্তি দিতে পারি।
অজ্ঞাত হইবে ব্যক্ত এই ভয় করি॥
না দিলে ছাডয়ে প্রাণ পঞ্চালেব ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥

প্রশ্ন।

"কৃষ্ণ কহো, কৃষ্ণ কহো, বাধা মত্ কহো রে।"

৪০শ পূরণ।

ধবম সরম্ কুলক্রিয়া, মুবলী সব লুট্ লিয়া,
জগ্‌মে কলঙ্ক দিয়া, সৌহি নাম পাও রে।
সাঁওন সুন্দব কান, মার গেয়ে বিরহ বাণ,
ছোতত বাধিকা প্রাণ. কণ্ঠাগত ভঁয় রে॥
বাক্কে কি বাজপাঠ, কুবুজে কি লাগি ঠাট,
মথুবা মে তাক পাছ, আনন্দমে রহ রে।
কোহেলা তোর পড়ি পাঁও, ছোটি দে গোপ গাঁও
কৃষ্ণ কহো কৃষ্ণ কহো বাধা মত্ কহো বে॥

প্রশ্ন।

"সেই ত বটে এই।

৪১শ পূবণ।

তরি বৈ আমার হরি আর কিছুই নেই।
চবণ দুখানি আন আপনি ধুয়ে দেই॥

নাবিক স্বজাতী পদ পরশিলেক যেই।
ভবনদীর কাণ্ডারী সেই ত বটে এই॥

প্রশ্ন।

"বড় দুঃখে সুখ।"

৪২শ পূরণ।

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা কন চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক্।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

প্রশ্ন।

"লঙ্গ ফেলে দিল।"

৪৩শ পূরণ।

হেন উপকার আর না করিল কেহ।
বিরহিণী বলেন কল্যাণে থাক রাহু॥
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

প্রশ্ন।

"হরিনামের সঙ্গে খোল নাই ফট্‌কে রাঙ্গা থোপ।"

৪৪শ পূরণ।

ত্রাস পেযে গন্ধকালী বলে হনুমানে।
সাবধান হও বাপু কালনিমির স্থানে॥

অতিথি করিয়ে বেটা ধর্ম্ম কল্লে লোপ।
হরিনামের সঙ্গে খোজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা খোপ॥

প্রশ্ন।

"কাট পাথরে বিশেষ কি!"

৪৫শ পূরণ।

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো,
পরের বাড়ি হবিষ্যি
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
যখন ঠেক্‌বে পা, ঘুচ্‌বে না,
না হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি?

প্রশ্ন।

"মক্ষিকার পদাঘাতে কম্প ত্রিভুবন।"

৪৬শ পূরণ।

যশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিলা জৃম্ভন।
লীলাছলে ত্রিজগৎ দেখান নারায়ণ॥
পতঙ্গ পরশে ব্যস্ত মস্তক হেলন।
মক্ষিকার পদাঘাতে কম্প ত্রিভুবন॥

---

* নৌকা।

একদা মহারাজের সহিত মহারাণীর বিবাদ হয়, তাহাতে মহারাণী রাজাকে বলেন, "বল বল বল।" তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া রসসাগরকে সম্মুখে দেখিয়া "বলিতে দিয়াছে বিধি, বল বল বল" এই প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে রসসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন :—

প্রশ্ন।

"বলিতে দিয়াছে বিধি, বল বল বল।"

৪৭শ পূরণ।

দম্পতী-কলহে স্বামী হয়ে ক্রোধ-মন।
কহেন প্রেয়সী প্রতি অপ্রিয় বচন॥
পতিবাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল॥

প্রশ্ন।

কোন্ ছার পতঙ্গ।"

৪৮শ পূরণ।

আপনি বলেন বাণী যাঁহার বদনে।
হেন কালিদাস হত বেশ্যার ভবনে॥
মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম, ভীম রণে ভঙ্গ।
এ রসসাগর হব, কোন ছার পতঙ্গ॥

প্রশ্ন।

" আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌। "

৪৯শ পূরণ।

পেটে খেলে পিঠে সয় গোবর্দ্ধন কি লোক।
গোবৎস লয়ে গোপ নিরুদ্বেগে রোক॥
কাছের মানুষ চিন্তে নার সর্ব্বাঙ্গে চোক।
মতিভ্রম পরিশ্রম আস্‌তে আজ্ঞা হোক॥

প্রশ্ন।

" রহ রহ রহ। "

৫০শ পূরণ।

আর কেন বাক্যবাণে দহ দহ দহ।
শ্যাম কলঙ্কিনী বাণী কহ কহ কহ॥
মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ।
রমণে রমণ করে রহ রহ রহ॥

প্রশ্ন।

" মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী।

৫১শ পূরণ।

সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাসরাজার বাড়ি।
হেন পিতায় পঞ্চত্ব পদ্মিনীরে ছাড়ি॥

অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান গড়াগড়ি।
মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী॥

প্রশ্ন।

"বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা।"

৫২শ পূরণ।

অনিত্য মানব-লীলা করি সম্বরণ।
করিল শান্তনু রাজা স্বর্গ আরোহণ॥
ভাবেন বিস্ময়ে ভীষ্ম মরিলেন পিতা।
বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা॥

প্রশ্ন।

"পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর।"

৫৩শ পূবণ।

অদিতি-নন্দন সেই দেব পুরন্দর।
শিব আজ্ঞে পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদীর বর॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি যে যে কন বৃকোদর।
পিতাব বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥

৫৪শ পূবণ।

তর্পণ কালেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কন।
তোমার অগ্রজ কর্ণ রাধার নন্দন॥

শুনিয়া ধর্ম্মের সুত করেন উত্তর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥

প্রশ্ন।

"পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র।"

৫৫শ পূরণ।

উচ্চরবে কেঁদে কন মাদ্রীর দুই পুত্র।
ষড়যন্ত্রে বধিলাম এহেন সুপুত্র॥
তর্পণ কালেতে কুন্তী প্রকাশিল মাত্র।
পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র॥

প্রশ্ন।

"ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি।"

৫৬শ পূরণ।

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দনন্দন।
দুর্জ্জয় মানেতে রাধে মজেছে যখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ।
পীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ॥
শেষে পদ মস্তকেতে নিলেন চক্রপাণি।
ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি॥

প্রশ্ন।

"ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছু মাত্র ভেদ তায় নাই।"

৫৭শ পূরণ।

সুরপুর শূন্য করি, কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি,
ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
দণ্ডিনৃপ দণ্ডে দণ্ডি, ভাবিয়া সহিত চণ্ডী,
অবনীতে উপনীত হন॥
উর্ব্বসীর শাপ খণ্ড, দণ্ডিনৃপতির দণ্ড,
অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাঁই।
ভীম জন্যে এত হলো, ধরাতল স্বর্গস্থল,
কিছু মাত্র ভেদ তায নাই॥

প্রশ্ন।

"প্রাণেশ্বরে মন্মথ।"

৫৮শ পূরণ;

অশোক বনেতে সীতা শোকেতে ব্যাকুল।
ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কূল॥
ফেল রে রামের পাশে শূন্যে আনি রথ।
প্রাণ জুড়ায় দেখে প্রাণেশ্বরে মন্মথ॥

প্রশ্ন।

"নিশি অবসান।"

৫৯টি পূরণ।

চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশীবয়ান।
সুখতারা আগমনে শশী ম্রিয়মাণ॥
লোকেতে দেখিলে হবে মোর অপমান।
গাত্রোত্থান কর নাথ নিশি অবসান॥

প্রশ্ন।

"স্বামীব পরম ইচ্ছা স্ত্রীব গর্ভে যায়।"

৬০টি পূরণ।

পুত্রের পরম ইচ্ছা পিতা হয় অতি।
শাশুড়ীব সাধ মনে জামাতাবে পতি॥
পুত্রবধূর পরমেচ্ছা শ্বশুর লাগে গায়।
স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায়।

প্রশ্ন।

"সতীবাক্য রক্ষাহেতু বেদবাক্য নড়ে।"

৬১টি পূরণ।

কুষ্ঠ পতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে।
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে॥

চন্দ্র সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে।
সতীবাক্য রক্ষা হেতু বেদবাক্য নড়ে।

প্রশ্ন।

"তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে।"

৬২ষ্টি পূরণ।

কেকৈ বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে॥
মনস্তাপে ব্রহ্মশাপে জর্জরিত হোয়ে॥
দশরথ অযুত বৎসর আয়ু পেয়ে।
তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে॥

প্রশ্ন।

"ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এইমাত্র।"

৬৩ষ্টি পূরণ।

বার বার যাতায়াত নিজ কর্ম্মসূত্র।
পূর্ব্ব কথা নাহি মনে কি নাম কি গোত্র॥
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র।
ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এই মাত্র॥

প্রশ্ন।

"হাটশুদ্ধ এইতো।"

৬৪ষ্টি পূরণ।

দেহের গৌরব মন, পর ভার্য্যা পর ধন,
বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্কুর নাইতো।

পশু পক্ষী কীটে খাবে, অথবা অনলে দিবে,
দেহ রত্ন কেড়ে লবে, আটকান সেই তো॥
এরস সাগরে মত্ত, সম্পদ গিরীশ দত্ত,
থাকিলে কিঞ্চিৎ স্বত্ব, পরিচয় দেই তো।
মন তুমি বড় মন্দ, ত্যজে কালী পাদপদ্ম,
কাল পাশে হলে বদ্ধ, হাটি শুদ্ধ এই তো॥

প্রশ্ন।

"বদর বদর।"

৬৫টি পূরণ।

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর।
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর॥
শাল পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর।
পাথারে পড়িলে তরী বদর বদর।

রামগোবিন্দ নামক একজন শান্তিপুরনিবাসী গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এক দিন রাজসভায় আসিয়া রসসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি "লাগে তীর না লাগে তুক্কা এই প্রশ্ন করেন; তাহাতে গোস্বামী মহাশয়কেই লক্ষ্য করিয়া নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন।

প্রশ্ন।

"লাগে তীর না লাগে তুক্কা।"

৬৬ষ্টি পূরণ।

গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের তুক্কা।
গ্রন্থ পাঠ গাজে হুঁকা॥
ধরেন কান লাগান ফুক্কা।
লাগে তীর না লাগে তুক্কা॥

প্রশ্ন।

"অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।"

৬৭ষ্টি পূরণ।

হাঁরে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল।
সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল॥
কুবিন্দে কান্দিয়া কহে কোন দিন বা ভাল।
অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল॥

প্রশ্ন।

'জাঙ্গাল বোয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়া ছাতি।"

৬৮ষ্টি পূরণ।

সখের প্রাণ সদা খান গাঁজা কিম্বা পাতি।
যে নেশাতে কিন্তে চান নবাবের হাতি॥

একটানেতে অন্ধকার দিনে জালান বাতি।
জাঙ্গাল বোয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়া ছাতি॥

প্রশ্ন।

“ গোলমালেতে রেস্ত ফলে হাটের নেড়া হুজুক চায়। ”

৬৯তি পূরণ।

উকীল খোঁজেন মকদ্দমা, কোকিলে বসন্ত গায়।
অগ্রদানি নিত্য গণে, কোন দিন কে গঙ্গা পায়॥
সাধু খোঁজেন পরমার্থ, লম্পট খোঁজেন বেশ্যারায়।
গোলমালেতে রেস্ত ফলে হাটের নেড়া হুজুক চায়॥

একদা মহারাজ আনন্দময়ী দর্শনে গমন করেন, পথিমধ্যে একজন পাদ্‌রী প্রচার করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সঙ্গের জনৈক ব্যক্তি পাদ্‌রীকে উল্লেখ করিয়া বলিল “ইনিই আবার বড় লোক।” তাহাতে মহারাজ রসসাগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া “ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পেরো” এই প্রশ্ন করেন, রসসাগর তৎক্ষণাৎ নিম্ন লিখিত উত্তর দেন :—

প্রশ্ন।

“ ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পেরো। ”

৭০তি পূরণ।

হায়রে কাল বলিহারি দেবতা হলেন ঈশু।
মজাইতে একেবারে যত হিঁদুর শিশু॥

সতী হলেন অধোগামী স্বর্গ গেলেন জেরো।
ইন্দুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পেরো॥

কোন সময় মহারাজা বাহাদুর রসসাগর মহাশয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু কালের জন্য তাঁহার বেতনাদি বন্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে রসসাগর মহাশয়ের যার পর নাই কষ্ট হয়। এমন কি, তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ জন্য স্ত্রীর আভরণ বন্ধক দিতে হইয়াছিল, পরে রাগ নিবারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর উক্তিতে মহারাজার নিকট নিম্ন লিখিত কবিতাটী লিখিয়া পাঠান।—

৭১তি পূরণ।

নিবেদন করে দাসের দাসী, রস সাগরের রসিকা।
করুণা ছেড়েছ নাথের নাথ, মন্দির ছেড়েছে মূষিকা॥
আভরণচয় করেছি বিক্রয়, কাঞ্চন রহিত নাসিকা।
পাইব আশায় তথাপি নাসায়, ধারণ করেছি ইসিকা *॥

প্রশ্ন।

"হায় হায় হায়।"

৭২তি পূরণ।

পুত্রের বাসনা মনে পিতা হউক অতি
শাশুড়ীর বাসনা মনে জামাই হউক পতি॥

* খড়।

বঁধুর বাসনা মনে শ্বশুর লাগুক গায়।
একবড় আশ্চর্য্য কথা হায় হায় হায়॥

প্রশ্ন।

"ধান ভান্তে মহীপালের গীত।"

৭৩র পূরণ।

অম্বিকা নগরে ভাই চিত্ত চমকিত,
মরা মানুষ জিয়ে এসে করে রাজনীত।
পরাণে না সহে আর এত বিপরীত,
খেতে শুতে ধান ভান্তে মহীপালের গীত॥

প্রশ্ন।

"গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি।"

৭৪র পূরণ।

শক্তিশেলে পড়ে যবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পর্ব্বত লইয়া যায় পবন-নন্দন॥
গমন-বেগেতে গিরি কাঁপে থরহরি
গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি॥

প্রশ্ন।

"ওরে সর্ব্বনেশে।"

৭৫র পূরণ।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ সাঙ্গ করে এসে।
কামারডিঙ্গির খালের ধারে কাল রয়েছে বসে।

মন্ত্রো ভুল্লি, গুপ্ত পল্লি, তুচ্ছ কল্লি হেসে।
তোরে যা বলেছি তাই করেছিস ওরে সর্ব্বনেশে॥

প্রশ্ন।

"ঝাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী।"

৭৬য় পূরণ।

ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলা শশী।
জনক জননী কাশী নিবাসী॥
মায়ে না বিউল, বিউল মাসী।
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী॥

প্রশ্ন।

"যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ।"

৭৭য় পূরণ।

আয়ান করিল বিয়া রাধিকা সুন্দরী।
তাঁরে লয়ে বিহারেন মুকুন্দ মুরারী॥
এ দুঃখের কথা আমি কার কাছে কই।
যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ॥

রাণাঘাট-নিবাসী বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নীল-কমল পালচৌধুরীর ছাগল মারার মোকদ্দমা উপলক্ষে রসসাগর মহাশয় রাজদরবারে বসিয়া নিম্নলিখিত পদ পূরণ করেন—

প্রশ্ন।

"হাটে মামা হারালাম।"

৭৮য় পূরণ।

ঘরে ঘরে বাদা বাদী কেন লাঠি ধরালাম॥
অভাগী খুল্লনার মত বনে ছাগল চরালাম॥
যে ছিল সঞ্চিত ধন নেড়ের বুক ভরালাম।
নীলকমল বাবু কাঁদে হাটে মামা হারালাম॥

প্রশ্ন।

"রমণীর পেটে পতি ভয়ে লুকাইল।"

৭৯শী পূরণ।

লক্ষ্মী* নারায়ণা† একচক্র পাত্রে থুয়ে।
দহন করয়ে নর হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর পেটে পতি ভয়ে লুকাইল॥

প্রশ্ন।

"পিতামহের মাতামহ রথের সারথী।"

৮০শী পূরণ।

তুমি আমি মামা আর কৃপ অশ্বত্থামা।
কর্ণ দুঃশাসন নহে অর্জ্জুন উপমা।

---

* তণ্ডুল। † জল।

কৌরবের গৌরব পিতামহ রথী।
পিতামহের মাতামহ রথের সারথি॥

প্রশ্ন।

"ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি।"

৮১শী পূরণ।

আত্মবিস্মৃত হলেন রাজীবলোচন।
এ রস-সাগরে দেখে ভঙ্গ দশানন॥
কাটা গেলেন সেনাপতি দেখা দিলেন বিধি।
ঘোল খাবে হবিদাস কড়ি দেবে নিধি॥

প্রশ্ন।

"ইষ ইষ।"

৮২শী পূবণ।

নিমকাষ্ঠে বসি কৃষ্ণ পদ বাড়াইয়ে।
না জানি হানিল বাণ ব্যাধপুত্র গিয়ে॥
অভাগে বাণের মুখ ছিল তুল্য বিষ।
পড়িল ত্রৈলোক্যনাথ করি ইষ ইষ॥

প্রশ্ন।

"আসল ঘরে মুসল নাই ঢেঁক্‌শেলে চাঁদোয়া।"

৮৩শী পূরণ।

কলিকাতার লম্পট যত ফিরে অলিগলি।
দেড় টাকার এক ধুতি পরে খায় এক খিলি

হাতে আছে বাঁদন ফুল আড় নয়নে চওয়া।
আসল ঘরে মুষল নাই টেঁক্‌শেলে চাঁদোয়া॥

প্রশ্ন।

"রাম রাম রাম।"

৮৪শী পূরণ।

সম্পূর্ণ যুবতী নারী বাটীতে রাখিয়ে।
চলিল তাহার পতি বাণিজ্য লাগিয়ে॥
মধুমাস মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
নিশিতে বিদেশী জন দেখিল স্বপন॥
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল।
বাটীতে যাইব বলি মনেতে ভাবিল॥
তিন দিবসের পথ এক দিনে যাব।
নারীসঙ্গ রসরঙ্গ অদ্যাপি করিব॥
এত ভাবি তাড়াতাড়ি যেতে নিজধাম।
উছট খাইয়া বলে রাম রাম রাম॥

রসসাগর মহাশয় কোন্ সময় তুলাদান উপলক্ষে শান্তিপুর-নিবাসী কোন আধুনিক বড় মানুষের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া যান, তুলাকারী ব্যক্তি রসসাগরের সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় তাঁহাকে অতি অল্প বিদায় দেন, ইহা দেখিয়া অপর কোন ব্যক্তি বলিল

"ইনিই রসসাগর।" তাহাতে তুলাকারী ব্যক্তি উত্তর করিলেন "ইনিই রসসাগর—সাবাস!" রসসাগর তাহা তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত পদ্যাবলীর দ্বারা পূরণ করিয়া দেন—

প্রশ্ন।

"সাবাস সাবাস সাবাস।"

৮৫শী পূরণ।

ধন্য ধন্য বিধাতারে যখন যারে মাপান।
রাজ্য ভাঙ্গি হাতির বোঝা গাধার পিটে চাপান॥
তুল কত্তে মূলদান বেরিয়ে পল্যো কাপাস।
ডল্‌তে ডল্‌তে মাকাটী বেরুলো সাবাস সাবাস সাবাস॥

প্রশ্ন।

"এই আছিস এই নাই বাপরে বাপ।"

৮৬শী পূরণ।

এই কতক্ষণ রেখে এলাম দুয়ারে দিয়ে ঝাঁপ।
বারে বারে কৃষ্ণ তুই দিচ্ছিস মনস্তাপ॥
ক্রোধ করে মুনিগণ পাছে দেয় শাপ।
এই আছিস এই নাই বাপরে বাপ॥

প্রশ্ন।

" কি করে তা দেখি।"

৮৭শী পূরণ।

আশুতোষ কর গঙ্গা আশুতোষ হয়ে।
নারায়ণ বলে মরি তব জলে রয়ে॥
আমিহে পাতকী অতি যমে দিয়া ফাঁকি।
যমদূতে বিষ্ণুদূতে কি করে তা দেখি॥

প্রশ্ন।

" মুন্সী গোলাম মোস্তফা।"

৮৮শী পূরণ।

সকল বাণিজ্য হতে ইজারদারী তোফা।
দয়া ধর্ম্ম চক্ষু লজ্জা ইস্তফা তিন দফা॥
এ রসসাগরে জানেন অনেক চোগোঁফা।
মনুষ্যত্ব দেখি মুন্সী গোলাম মোস্তফা॥

প্রশ্ন।

" বাছা বাছা বাছা।"

৮৯ই পূরণ।

কপ্‌নি পরে অদ্বৈত দেখাইলেন পাছা।
অবধোত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন কাছা॥
গৌরাঙ্গ মুড়াইলেন চাঁচর চুলের গোছা।
তোরা তিন জনাই বৈরাগী হলি বাছা বাছা বাছা॥

প্রশ্ন।

" না বিইয়ে কানাইয়ের মা বাজপাই খুড়া।"

৯০ই পূরণ।

নবদ্বীপ-অধিপতি নৃপতির চূড়া।
ইন্দ্র চন্দ্র এই দ্বারে খেয়ে গেছেন হুড়'॥
সকল নিলা লুটে পুটে রাখ্‌লেনা তার গুঁড়া ;
না বিইয়ে কানাইয়ের মা বাজপাই খুড়া॥

প্রশ্ন।

" দেশের হবে কি।"

৯১ই পূরণ।

শূদ্রেতে বেদ পড়ে বামণ হলো ভেকো।
ছত্রিশ বর্ণ এক হল তার সাক্ষী হুঁকো॥
শ্বশুরে পুত্রবধু হয়ে বাপে হয়ে ঝি।
ইহা দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি॥

প্রশ্ন।

" হায় রে পিতৃব্য।"

৯২ই পূরণ।

কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য।
[illegible] ফেড়ে লয়ে যায় ওমরাও দ্রব্য॥

পাতসাই জিনিষ যত ছিল উপজীব্য।
অধনেন ধনং প্রাপ্ত হায়রে পিতৃব্য॥

প্রশ্ন।

"ধিন্তা ধিনা পাকা নোনা।"

৯৩ই পূরণ।

চৈত্রে শিবের আরাধনা॥
জিহ্বা ফোঁড়েন ঢেঁকির মোনা॥
ছোলা কলা গুড় পানা।
ধিন্তা ধিনা পাকা নোনা॥

প্রশ্ন।

"হরগিজ।"

৯৪ই পূরণ।

সর্ব্বস্য কালের ঘরে রেখেছি মারগিজ*।
আসি লক্ষ বারেও আমার ঘুচলোনা হিঁরকিজ॥
মনমত্ত অভাগার সব নষ্টের বীজ
ওরে এখন কালীপদ ধর্‌লিনে হরগিজ†॥

শিব চতুর্দ্দশীর দিন মহারাজ বাহাদুর রাত্রিকালে শিবপূজা করেন, পর দিবস প্রাতঃকালে শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শিবের কপালোপরি অর্দ্ধচন্দ্র রেখার যে

---

* মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধক দেওয়া। † কোন মতেই।

পঞ্চামৃত দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়াছে। তদ্দৃষ্টে মহারাজ বাহাদুর রসসাগর মহাশয়কে "অমাবস্যার চন্দ্র পিপীলিকায় খায়" এই প্রশ্ন করিলেন। এই হিন্দি ভাষায় পূরণ করিতে আদেশ করেন, তাহাতে নিম্ন-লিখিত উত্তর প্রাপ্ত হন—

শিবরাত্র ঘটাওয়ে, তিন লোক যাগাওয়ে,
পঞ্চামৃত শশীচূড়ে চড়াওয়ে।

ভোরে বি অরুণা, মেরে হাঁকাওয়ে,
আঁচ্‌কো* চন্দ্র পিপীলা ন খাওয়ে॥

প্রশ্ন।

" আর সয় না। "

৯৬ই পূরণ।

চাতক পক্ষী বড়, করেছে প্রতিজ্ঞা দড়,
শরৎ পর্জ্জন্য ভিন্ন অন্য জল খায় না।
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মাস.
আশ্বাসে রয়েছে শ্বাস, বিশ্বধর ধারা বিশ্ব সন্নিধানে ধায় না॥
বিস্তারিয়া ওষ্ঠাধর, নাহি তাহে ধারাধর,
ধরণী তার মূলাধার, সেও তা যোগায় না।

---

* অন্ধকার এস্থলে অমাবস্যা।

তাহে বিশিষ্ট পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, কুস্হষ্টিত* কৃত্তাপৃষ্ঠ
নবঘনে অধিষ্ঠিত, তিষ্ঠিবারে দেয় না॥
ঝটিত ঝটিত ঝড়, ঝন্ ঝন্ চড়্ চড়্,
গগনেতে গড় গড়্ ধড়ে প্রাণ রয় না।
ত্রিদশ মুদ্রায় কাত, তিন মাস তনুপাত,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি নাথবজ্রাঘাত আর সয় না॥

---

* যাঁহার প্রমুখাৎ এই কবিতাটী শ্রবণ করিয়াছিলাম তিনি এই কথাটি ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য যেমন শুনিয়াছিলাম তদ্রূপ রাখিয়া দিলাম।

সম্পূর্ণ।